ইউসিসিএ লিঃ-এর ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আনসার আলী আকন (বুকাবুনিয়া), শামসুল হক সিকদার (লক্ষীপুরা), হাফিজ মুহাম্মদ শামসুল আলম (আমতলী), কামরুল ইসলাম নিজাম মৃধা (ভাইজোড়া), দেলোয়ার হোসেন মোল্লা (খোলপটুয়া), মোঃ শাহজাহান ওমর (লক্ষীপুরা) এবং মোঃ মজিবুল হক (কাটাখালী)। ইউ.সি.সি.এর বর্তমান চেয়ারম্যান আছেন সালমা হক (কলাগাছিয়া)।

চ. উপজেলা পরিষদ ঃ উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ১৯৮৫ সালে সৈয়দ রাহমাতুর রব ইরতিজা আহসান উপজেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮৬ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর ছোট ভাই সৈয়দ মানজুরুর রব মুর্তাযা আহসান মামুন ১৯৮৬, ১৯৯১ এবং ২০০৯ সালে পর পর তিন বার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১৪ সালে ডৌয়াতলার ঐতিহ্যবাহী মৃধা বংশের সন্তান মোঃ সাইতুল ইসলাম লিটু উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। ভাইস-চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টির পর ২০০৯ সালে আলতাফ হোসেন জমাদ্দার চিনু এবং মোসাঃ কাজল রেখা এবং ২০১৪ সালে গোলাম সাব্বির ফেরদৌস তালুকদার এবং মোসাঃ নাজমুন নাহার নাজু উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সংসদ ও সরকারের প্রতিনিধিত্ব ঃ বামনা এলাকায় যারা জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে এবং জাতীয় সংসদে সদস্য ছিলেন, তারা হলেন নওয়াব স্যার খাজা নজিমউদ্দিন, সৈয়দ আবু নাসের জিয়াউল আহসান (বামনা), মাওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ (খুলনা), মাওলানা আতাহার আলী খান (মোড়লগঞ্জ), আব্দুল জব্বার ইঞ্জিনিয়ার (মঠবাড়িয়া), এ্যাডভোকেট এম.শামসুল হক (মঠবাড়িয়া), শাহাদাজা আবদুল খালেক খান (বেতাগী), এ.কে.এম. আকতারুজ্জামান আলমগীর (পাথরঘাটা), শের-ই-বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক (বানরীপাড়া), সৈয়দ রহমাতুর রব ইরতিজা আহসান (বামনা), মোঃ নূরুল ইসলাম মনি (পাথরঘাটা), গোলাম সারওয়ার হিরু (পাথরঘাটা), গোলাম সবুর টুলু (পাথরঘাটা) এবং শওকত হাচানুর রহমান রিমন (পাথরঘাটা) প্রমুখ।

শিক্ষা, সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া জগৎ ঃ বামনা উপজেলার শিক্ষার উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক বিকাশ ও ক্রীড়া নৈপুণ্যের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় বামনা একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থানে রয়েছে।

শিক্ষা ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে বামনা সন্তোষজনক অবস্থানে রয়েছে। একমাত্র সৈয়দ পরিবারের সরাসরি সহায়তায় ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছে। বামনা উপজেলায় সাক্ষরতার গড় হার ৮৭.৯৯%; যার মধ্যে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৯০.৭৩% এবং নারী শিক্ষার হার ৮৫.২৫ %। এখানে ১টি মহিলা ডিগ্রী কলেজ, সহ শিক্ষা পরিচালিত ২টি ডিগ্রী কলেজ, ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সহ শিক্ষা), ১টি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, ২টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সহ শিক্ষা), ৩৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৪টি সদ্য সরকারীকরণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিদ্যালয় বিহীন গ্রামে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৮টি কিন্ডার গার্টেন (কেজি স্কুল) রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ১টি ফাযিল, ৫টি আলীম, ৭টি দাখিল (সহ শিক্ষা), ১টি দাখিল (বালিকা) এবং ৮টি ইবতেদায়ী মাদরাসা রয়েছে। বামনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কোন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাগণ ঃ বামনায় যাঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- বামনা ডিগ্রী কলেজ গোলাম সরোয়ার কামাল, হলতা ডৌয়াতলা ওয়াজেদ আলী খান কলেজ আনোয়ার হোসেন খান মজনু, বেগম ফায়জুন্নেসা মহিলা ডিগ্রী কলেজ সৈয়দ রাহমাতুর রব ইরতিজা আহসান ও অধ্যক্ষ সৈয়দ মানজুরুর রব মুর্তাযা আহসান, বামনা সারওয়ারজান পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় সৈয়দ নাজমুল আহসান ও সৈয়দ কামরুল আহসান, বামনা আসমাতুন্নেসা পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সৈয়দ রহমত আলী, বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আলহাজ্ব আলী আকবর, শের-ই-বাংলা সমবায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ডাঃ সৈয়দ আহমদ, জাফরাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, লতাবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় সুখরঞ্জন হাওলাদার, হোগলপাতি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আবুল হাসেম মিয়া, উত্তর কাকচিড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ডাঃ বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস, জে.সি.এল. মাধ্যমিক বিদ্যালয় মীর আসাদুজ্জামান, খোলপটুয়া আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মোঃ মতিয়ার রহমান মোল্লা, বামনা সদর আর-রশীদ ফাযিল মাদরাসা অধ্যক্ষ সৈয়দ মানজুরুর রব মুর্তাযা আহসান, বামনা মহিলা দাখিল মাদরাসা মোঃ হুমায়ুন কবির হাওলাদার, লক্ষীপুরা দাখিল মাদরাসা এ. কে. এম. আঃ সাত্তার, বুকাবুনিয়া মাহমুদিয়া দাখিল মাদরাসা ক্বারী আহমদ উল্লাহ, ছোট তালেশ্বর বালিকা দাখিল মাদরাসা আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, খোলপটুয়া মাহমুদিয়া আলিম মাদরাসা মাওলানা আবদুস সোবহান, ঘোপখালী ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা মোঃ আঃ হক, নিজআমতলী ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা ক্বারী আবুল কাশেম, উত্তর কাকচিড়া আলিম মাদরাসা- এ.কে.এম. আঃ হাই, চলাভাঙ্গা দারুচ্ছালাম দাখিল মাদরাসা মাওলানা সৈয়দ সায়াদ হোসাইন, ভাইজোড়া ডৌয়াতলা দাখিল মাদরাসা আলতাফ হোসেন গাজী, দধিভাঙ্গা বড় তালেশ্বর মহি-উস-সুন্নাহ আলিম মাদরাসা মাওলানা মোঃ সেকান্দার আলী ও আবদুল আলী খান, ছোনবুনিয়া আর-রহমান আলিম মাদরাসা মাওলানা মোঃ মিজানুর রহমান।

বামনা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় ও উন্নয়নে সহায়তাকারীদের মধ্যে থানার অফিসার ইন- চার্জ সাদের আলী, মেডিকেল অফিসার ডাঃ আমান উল্লাহ, মেডিকেল অফিসার ডাঃ আব্দুস সাত্তার, সাব-রেজিস্ট্রার আবদুল আজিজ মিয়া, সাব-রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইসহাক মিয়া, সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) আবদুল মজিদ মিয়া, থানার অফিসার ইন-চার্জ আনসার আলী বেগ, এডভোকেট হারুন অর-রশীদ (কাটাখালী), মোঃ নূর-ই-আলম খান (ডৌয়াতলা), বাহার আলী তালুকদার (পোটকাখালী), মোঃ ওয়াজেদ আলী খান (সফিপুর), আবদুল হামিদ ভেন্ডার (সফিপুর), খন্দকার আলী হায়দার (সফিপুর), আতাহার উদ্দিন হাওলাদার (সফিপুর), মহব্বত আলী হাওলাদার (সফিপুর), আনসার উদ্দিন আহমেদ (রুহিতা), আবদুল জব্বার হাওলাদার (নিজআমতলী), মোঃ মজিবুর রহমান (চেঁচান), আবদুস সামাদ সিকদার(কালিকাবাড়ী), আবুল হাসেম খান (সফিপুর), রুহুল আমিন নাজির (আমতলী),অধ্যক্ষ শাহ-ই-আলম (নিজআমতলী), হাবিবুর রহমান আকন (কলাগাছিয়া), হাতেম আলী আকন (সফিপুর) প্রমুখের নাম স্মরণীয়।

শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আবদুস শহীদ প্রতিষ্ঠিত জব্বার ফাউন্ডেশন, ডাঃ আবদুল হাই প্রতিষ্ঠিত মোসাম্মাৎ সাহেরা খাতুন এবং আলহাজ্ব আবদুল হাকিম ট্রাস্টের মাধ্যমে গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ায় যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

সংস্কৃতি ঃ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বামনার অবস্থান মোটামুটি। পালাগান, জারীগান, পুঁথিপাঠ সকল বিষয়ে বেশ কয়েকজন গুণী শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। চালিতাবুনিয়ার আদম আলী বয়াতী, চেঁচানের তমিজ উদ্দিন বয়াতী, ডৌয়াতলার আঃ মজিদ বয়াতী ও নূর মোহাম্মদ বয়াতী, খোলপটুয়ার ইয়াকুব বয়াতী, গোলাঘাটার আকাব বয়াতী, বলইবুনিয়ার মুক্তিযোদ্ধা আমজেদ হোসেন, আমতলীর মকফের বয়াতী, সোনাখালীর লেহাজ উদ্দিন, আমতলীর রেয়াজ উদ্দিন উল্লেখ যোগ্য। পুঁথি পাঠে চেঁচানের আসমত আলী হাওলাদার, সোনাখালীর আঃ আজিজ চৌকিদার, কলাগাছিয়ার জজ আলী, বলইবুনিয়ার কানাই ফকির, বড় তালেশ্বরের ওসমান গণি, ডৌয়াতলার গহর ফকির, মধ্য কাকচিড়ার হাতেম ফকির, হোগলপাতির তুজাহার চাপরাশি প্রমুখের নাম স্মরণ যোগ্য।

এক সময় অধ্যক্ষ সৈয়দ মানজুরুর রব মুর্তাযা আহসান বাংলাদেশ টেলিভিশনের জীবনের আলো অনুষ্ঠানের আলোচক এবং বাংলাদেশ বেতারের সোনালী ফসল অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ও 'পথ ও পাথেয়' অনুষ্ঠানের কথক ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি গানের গীতিকার ও সুরকার এবং একাধিক পুস্তকের রচয়িতা। তিনি মাসিক আল-ইমামত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ' নিসর্গ ' নামে সৈয়দ আফিয়াত হাসিনের একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যকার পান্না মোস্তফা বামনা উপজেলার উত্তর কাকচিড়া গ্রামের বাসিন্দা।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়মিত নাট্য শিল্পী রুমি মোল্লা ও খন্দকার সুরাইয়া আকতার রেখা এবং বেসরকারী টিভি চ্যানেলের প্রতিবেদক মোস্তফা আকমল ওমর প্রমুখের নাম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আনোয়ার হোসেন মজনু খানের সহধর্মিনী কথা শিল্পী সেলিনা হোসেন এবং খন্দকার মাহবুব হোসেনের স্ত্রী বেতার ও টেলিভিশনের রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ডঃ ফরহাত হোসেনের নাম উল্লেখ যোগ্য।

জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বামনা উপজেলা সদরে একটি পাবলিক লাইব্রেরী ছিল। উক্ত লাইব্রেরীতে লক্ষাধিক টাকার মূল্যবান পুস্তক রয়েছে। তবে ভবনটি ব্যবহার অনুপযোগী ও পরিত্যাক্ত হওয়ায় লাইব্রেরীর মালামাল পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে।

অসাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য ঃ বামনার মানুষ অত্যন্ত অসাম্প্রদায়িক। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, তখন বামনার হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে বাস করেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি আজও বামনার মানুষ সগৌরবে স্মরণ করে। বামনায় ৩১১টি মসজিদ এবং ১৪টি সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, ১৮টি কালিমন্দির ও ৫টি সেবাশ্রম রয়েছে। প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও পূজা-পার্বনে উভয় সম্প্রদায় পারস্পরিক বন্ধু প্রতিম সহযোগিতা করে থাকেন।

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার বিবরণ ঃ বামনার গুরুত্বপূর্ণ ও দর্শনীয় স্থাপনা হচ্ছে বুকাবুনিয়া মুক্তিযুদ্ধের সাব-সেক্টর কেন্দ্রে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধ, বামনা উপজেলা স্মৃতিসৌধ, ভাষা আন্দোলনের শহীদ মিনার, সারওয়ারজান মডেল স্কুল এন্ড কলেজ , বামনা মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ, বামনা সদর জামে মসজিদ, বামনা উপজেলা পরিষদ ভবন, উপজেলা পরিষদের গেইট, বেগম ফায়জুন্নেসা মহিলা ডিগ্রী কলেজ এবং কলেজের সুরোম্য গেইট, বামনা ডিগ্রী কলেজ, বামনা উপজেলা হেলিপ্যাড, ইত্যাদি।

দরবার শরীফ ঃ বামনায় প্রধান দু'টি দরবার শরীফ রয়েছে- চলাভাঙ্গা ও চালিতাবুনিয়া।

চলাভাঙ্গা দরবার শরীফ

বিষখালী নদী তীরবর্তী বরগুনার বামনার প্রত্যন্ত জনপদ চলাভাঙ্গা । অজপাড়া গাঁ । সেখানে ছিলনা কোন রাস্তাঘাট। নদী ও খাল নির্ভর যাতায়াতের এমন বিপন্ন জনপদটি এখন বামনার ঐতিহ্যবাহী এক জনপদ। শিক্ষা ও জীবনযাত্রায় পিছিয়ে থাকা এমন গ্রামটি এতদাঞ্চলের মানুষের কাছে এখন সুপরিচিত এক গ্রাম। ধর্মপ্রাণ এক মানুষের কর্মকান্ডকে ঘিরে চলাভাঙ্গা গ্রামটি আজ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ধর্মপ্রাণ ও অতি সরল মানুষ সৈয়দ মাওলানা আব্দুর রশীদ বিপন্ন এ জনপদে ১৯৭৯ সালে এসেছিলেন। আর ধর্ম প্রচার ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতেই তিনি এখানে আসেন। এরপর তিনি সেখানে গড়ে তোলেন মসজিদ, মাদরাসা ও এতিমখানা। এর মাধ্যমে তিনি এখানের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সেবার ব্রত নিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেন। তাঁর অনেক জহুরা ও কেরামতির কারণে সংকটাপন্ন ও বিপন্ন বহু মানুষ পরিত্রাণ পায়। এতে এক সময় তিনি এতদাঞ্চলে হয়ে ওঠেন সকলের শ্রদ্ধার মণি চলাভাঙ্গার পীর সাহেব।। উপকুলীয় এলাকায় এখন তাঁর কয়েক লাখ অনুসারী ভক্তবৃন্দ। প্রতিবছর এখানে বাৎসরিক মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া একটি কওমী মাদরাসা, একটি হাফেজী মাদরাসা, একটি নূরানী মাদরাসা রয়েছে। সহাস্রাধিক দরিদ্র ধর্মপ্রাণ শিক্ষার্থী এখানে নিয়মিত লেখা পড়ার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। স্থানটি এখন চলাভাঙ্গা দরবার শরীফ নামে পরিচিত।

দরবার শরীফ সূত্রে জানা গেছে, সৈয়দ মাওলানা আব্দুর রশীদ ভোলা সদর উপজেলার ধুনীয়া পাতাবুনিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (জন্ম তারিখ অজ্ঞাত)। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ ফজলে আলী খান। তিনি ১৯৭৯ সালে ধর্মপ্রচারের জন্য দ্বীনের পথে নামেন। এসময় তিনি বরগুনার বামনা উপজেলার বিষখালী নদী তীরবর্তী ডৌয়াতলা ইউনিয়নের চলাভাঙ্গা গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর কর্মকা- এতদাঞ্চলে একজন পীর হিসেবে পরিচিতি পান। তিনি ১৯৯৬ সালে ২৩ নভেম্বর ইন্তেকাল করেন। তাঁকে দরবার শরীফের মসজিদের পাশে কবর দেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যু পরবর্তী ছেলে সৈয়দ মাওলানা শায়াদ হোসাইন চিশতি দরবার শরীফের গদীনসীন পীর হিসেবে স্বীকৃত হন।

চালিতাবুনিয়া মূলকে চিশত দরবার শরীফ

বরগুনার বামনা উপজেলার বুকাবুনিয়া ইউনিয়নের চালিতাবুনিয়া গ্রামে মূলকে চিশত দরবার শরীফ বামনা জনপদের ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা গুলোর মধ্যে অন্যতম। চিশতীয়া তরীকা অনুসারী পীরে কামেল হজরত খাজা মহিউদ্দিন হাসান চিশতী কেবলা(রঃ)....সালে এ দরবার শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শাহ সূফি সাধক ছিলেন। তিনি প্রথমে জীবিত থাকা কালে তার মাজার শরীফের কক্ষ নিজেই তৈরী করে মাজারেই দেহ ত্যাগ করেন। তার ইন্তেকালের ১০ বছর পর মাজার শরীফের ইষ্টক নির্মিত সৌধ গড়ে ওঠে। এ স্থাপনাটি বামনার একটি ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান। প্রতিবছর এখানে দেশ বিদেশ হতে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ পবিত্র এ মাজার শরীফ জিয়ারত করতে সমবেত হন। প্রতিবছর ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাতে এ পাক দরবার শরীফে বাৎসরিক ওরস মোবারক অনুষ্ঠিত হয়। তখন লাখো লোকের সমাগমে মাজার শরীফ পরিপূর্ণ হয়ে মাজার শরীফের অপূর্ব শোভা বর্ধণ করে। রাতভর পবিত্র মাহফিলে ভক্ত শিষ্যরা সামিল হয়ে পরম পূণ্য ফয়েজ ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভে ব্রতী হন। সেখানে ধর্মীয় আলোচনা ছাড়াও বাংলাদেশের নামী-দামী শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন।

জানা যায়, ১৩০৫ সনে মাঘী পূর্ণিমায় চিশতীয়া তরীকা অনুসারী পীরে কামেল হজরত খাজা মহিউদ্দিন হাসান চিশতী কেবলা (রঃ) বামনার নিভৃত ছায়া পল্লী চালিতাবুনিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে প্রখর মেধাবী, প্রতিভাবান ও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে অধ্যায়ন পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দান করেন। তিনি দেশ সেবায় আত্ম নিবেদিত ছিলেন। এক সময় তিনি রাজনৈতিক তৎপরতা ত্যাগ করে সত্যের সন্ধানে দাক্ষিনাত্যে গমন করেন। তিনি পাক ভারতের শ্রেষ্ঠতম তীর্থ আজমীর শরীফ গমন করেন।এরপর ১০ বছর সেখানে সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা আজমীরীর মাজার শরীফে নিমগ্ন থেকে কামেলিয়াত (সিদ্ধি) হাসিল করে সত্য পথের সন্ধান লাভ করেন। তিনি আজমীর অবস্থানকালে খাজা বাবার জীবনী প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি খাজা বাবার আদিষ্ট হয়ে ঢাকা নগরীর আড়াই হাজার থানার অন্তর্গত ঈদবারদী গ্রামের তদানিন্তন জাগ্রত অলি-আল্লাহ হজরত মাওলানা শেখোল মোশায়েখ মস্তান হজরত খাজা ফজলুল হক চীশতী (রঃ) এর শিষ্যত গ্রহণ করেন। এরপর চিশতীয়া তরীকার খাটি তত্ত্ব করার কর্তৃত্ব ভারপ্রাপ্ত হন। এরপর তিনি বহু দেশ ভ্রমন করে পা-িত্য অর্জণ করেন। তিনি বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি হোমিও চিকিৎসায় সু পরিচিতি লাভ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

তিনি তার একমাত্র পুত্র সাহেবজাদা আলানূর আলাউদ্দিন চিশতীকে দরবার শরীফের গদ্দিনশীন করে ও জ্যেষ্ঠ কন্যা খাজানূর সওকাত আরা বেগমকে মাজার শরীফের খাদেম করে তিনি ১৩৬৬ সনের ৫ আষাঢ় পূর্ণ চন্দ্রে দিন তারিখ নির্ধারণ করে মাজারেই দেহ ত্যাগ করেন।